তাকে দাসবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ সুলতান বলে অভিহিত করেছেন।

প্রশ্ন ৪ *সিংহাসনে আরোহণের পর ইলতুৎমিসকে কী কী সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছিল?*

উত্তর। ভূমিকা : দিল্লির সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবকের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আরাম শাহ সিংহাসনে বসেন। কিন্তু তাঁর শাসনকালে সুলতানি সাম্রাজ্যে অরাজকতার সৃষ্টি হলে দিল্লির আমীর-ওমরাহরা ইলতুৎমিসকে দিল্লির সিংহাসনে বসান।

❑ **ইলতুৎমিসের সমস্যা :** সিংহাসনে আরোহণ করেই ইলতুৎমিস নানা সঙ্কটজনক অবস্থার সম্মুখীন হলেন। এগুলি হলো—

১। নাসিরুদ্দিন কুবাচার কার্যকলাপ : দিল্লির আমীরদের বিরুদ্ধাচারণ নির্মূল হলেও মুলতানের শাসনকর্তা **নাসিরউদ্দিন কুবাচা** নিজেকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করলেন এবং পাঞ্জাব দখল করবার জন্য সচেষ্ট হন।

২। গজনীর দাবি : গজনীর **তাজউদ্দিন ইল্‌দিজ মহম্মদ** ঘোরির ভারতস্থ সাম্রাজ্যের ওপর অধিকার দাবি করে পাঞ্জাব অধিকার করতে প্রবৃত্ত হন।

৩। প্রাদেশিক বিদ্রোহ : বাংলার **আলিমর্দান খল্‌জি** স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে আরম্ভ করেন। রণথম্ভোর ও গোয়ালিয়রের হিন্দুরাজারাও সুযোগ বুঝে তাঁদের পূর্ব স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেন। সুতরাং সমস্ত দিক থেকে ইলতুৎমিস এক জটিল সমস্যার সম্মুখীন হন এবং ভারতে মুসলমান আধিপত্যের সংহতি বিচ্ছিন্ন হবার উপক্রম হয়।

৪। মোঙ্গল আক্রমণের সম্ভাবনা : তাঁর রাজত্বকালে ১২২১ খ্রিস্টাব্দে বিখ্যাত মোঙ্গল নেতা **চিঙ্গিজ খাঁ** (Chingiz Khan) খারজম্ বা খিবার শাহ্ জালালউদ্দিনকে তাড়া করে সিন্ধু উপত্যকায় পৌঁছান। জালালউদ্দিন সাময়িকভাবে দিল্লিতে থাকার অনুমতি চাইলে ইলতুৎমিস অনুমতি দিতে অস্বীকার করেন। এরপর জালালউদ্দিন সিন্ধুদেশের বহুস্থান বিধ্বস্ত করে পারস্যদেশে পলায়ন করেন। কিছুকালের মধ্যে মোঙ্গল বাহিনীও ভারত ত্যাগ করলে দেশ একটা বিধ্বংসকারী আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়। এই ঘটনায় ইলতুৎমিসের বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া যায়।

❑ **পর্যালোচনা :** এভাবে সিংহাসনে আরোহণের সঙ্গে সঙ্গেই ইলতুৎমিস এক জটিল সমস্যার সম্মুখীন হন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদের কার্যকলাপ এবং প্রদেশ ও রাজ্যগুলির স্বাধীনতার প্রয়াস ভারতে মুসলমান আধিপত্যের অস্তিত্বই বিপন্ন করে তোলে। কিন্তু অভূতপূর্ব দৃঢ়তা ও কূটনীতিজ্ঞের মাধ্যমে তিনি সব সমস্যারই সমাধান করেন। ভারতে সুলতানি সাম্রাজ্যের সংহতি রক্ষা করেন ও তার পরিধি বিস্তার করেন। তাই ঐতিহাসিক কে. এ. নিজামির মতে, ইলতুৎমিসই প্রথন গজনী ও ঘুর রাজ্যের প্রভাব সরিয়ে দিল্লির সুলতানি-রাজ্যের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব দান করেন। ঐতিহাসিক **আর. পি. ত্রিপাঠী** যথার্থই বলেছেন, "The history of Muslim sovereignty in India properly speaking begins with him." এইজন্য তাঁকেই বলা যায় দিল্লির দাসবংশের **প্রকৃত স্থাপয়িতা**। এছাড়া তাঁর সামরিক প্রতিভা, দূরদর্শিতা, শাসনক্ষমতা প্রভৃতি বিচার করে অনেক ঐতিহাসিক তাঁকে **'দাসবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ সুলতান'** বলে অভিহিত করেছেন।

Scanned with CamScanner